15 OCTOBER
WORLD
DAY
Rural Women's Day

WWSF
Prize
Women's Creativity
in Rural Life©

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৭

সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীর অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার।
- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।
- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।
- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়।২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৫০ জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৫০টিও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি সপ্তাহব্যাপি (৯-১৫ অক্টোবর) পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণের মহামারী রূপ এবং এবারের প্রতিপাদ্য

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু (২০১৩-১৬ পর্যন্ত) গত চার বছর ধরে দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন (Protect Women from all forms of Sexual Violence at all levels).' দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. প্রেক্ষাপট: ধর্ষণ এবং গণধর্ষণের মহামারী রূপ এবং জটিল আইনী প্রক্রিয়া

দেশে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ২টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এরমধ্যে মামলা হচ্ছে অর্ধেক ঘটনার। দীর্ঘ আইনী ও নানা জটিল প্রক্রিয়ার কারণে এসব মামলার অধিকাংশই আলোর মুখ দেখছে না। অন্যদিকে আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ আসামি। পরিসংখ্যান বলছে, ধর্ষণ মামলার রায় ঘোষণার হার মাত্র ৩ দশমিক ৬৬ ভাগ। যার মধ্যে সাজা পাচ্ছে শূন্য দশমিক ৪৫ ভাগ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলছে, চলতি বছরের প্রথম ৭ মাসে দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪২৪টি। এর মধ্যে গণধর্ষণে শিকার হয়েছে ৮৮ নারী ও শিশু। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২৩ জনকে। এছাড়া ধর্ষণের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ৫ জন।

অন্যদিকে শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা জাতীয় বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) বলছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ২৯৪ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৭ জন আর আত্মহত্যা করেছে ৩ জন। সংস্থাটির দেয়া তথ্যানুযায়ী, এই ৬ মাসে মাত্র ১৬টি শিশু ধর্ষণ মামলার রায় হয়েছে। আর গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত রায় হয়েছে ৪৬টি মামলার। এই ৪৬টি মামলার অধিকাংশ ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে দায়ের করা হয়েছে। অথচ গত সাড়ে ৫ বছরেই শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ২ হাজার, যার কোন রায় হয়নি এখনও।

৭. পুলিশের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এর তথ্য এবং ধর্ষণ মামলার চিত্র

২০০১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পুলিশের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ৫০০৩টি ধর্ষণের মামলা হয়। এর মধ্যে রায় ঘোষণার হার ৩ দশমিক ৬৬ ভাগ এবং সাজার হার শূন্য দশমিক ৪৫ ভাগ। অন্যদিকে, পুলিশ সদর দপ্তরের নথি অনুয়ায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে দেশে মোট ৪৩ হাজার ৭০৬টি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার মামলায় ১ লাখ আসামি খালাস পেয়েছে। আর ধর্ষণ মামলায় খালাস পেয়েছে ৮৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ আসামি।

গরীব অভিভাবকরা অনেক সময় অল্প টাকায় আসামির সঙ্গে আপস করে মামলা তুলে নেন। অনেক সময় সম্মান খোয়ানোর ভয়ে ভিকটিম বা তার পরিবার মামলা করেন না। আবার মামলা করলেও আসামি পক্ষের আইনজীবীর নোংরা জেরা এবং দীর্ঘ সময় ধরে মামলা তাদের পক্ষে মামলা চালিয়ে নেয়ার অক্ষমতার কারণে আসামীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায়। ফলে সমাজে ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে।

৮. ধর্ষণের জন্য কারা দায়ী

বেশির ভাগ শিশু ধর্ষণের ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণকারীরা সম্পর্কে আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী বা পরিবারের পরিচিতজন। ফলে, এসব নাবালক শিশুদের মূলত চকলেট, খেলনা ইত্যাদি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে

কোনো নির্জন স্থানে বা বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করা হয়। এছাড়া ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের ধর্ষণ করা হয়েছে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে, জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে বা কোনো নির্জন স্থানে বা বাড়িতে একা পেয়ে। কখনও বিবাহিত, বিধবা বা প্রৌঢ়রাও এদের লোলুপ দৃষ্টি কিংবা ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পান না।

৯. প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং নৈতিক শিক্ষা

একসময় আমাদের পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী পরিবার। জীবিকার প্রয়োজনে কাজের সন্ধানে এখন তাদেরকে দূর-দূরান্তে ছুটতে হচ্ছে। গড়ে উঠছে একক পরিবার। বেশির ছেলেমেয়েরা গৃহপরিচালিকা, ড্রাইভার বা কেয়ারটেকারের কাছে মানুষ হচ্ছে। এই মানুষগুলো কাছে এসব শিশুরা কতটা নিরাপদ সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এছাড়া বিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রগুলো কতটা শিশুবান্ধব এবং নারীবান্ধব? কিংবা একা একা স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে যেসব ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে কিশোরী, তরুণীরা অথবা যদি ধরা হয় কর্মজীবী নারীদের কথা- তাদের জন্য কি যথেষ্ঠ নিরাপদ বাহন, পরিবেশ কিংবা দ্রুত আইনী সহায়তা পাওয়ার কোন কেন্দ্র বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে?

কিন্তু তাই বলে শুধু প্রশ্নগুলো রেখে গেলে চলবে না। প্রথমত, কোন ধরণের যৌন হয়রানি/নির্যাতন এবং ধর্ষনের ঘটনা ঘটা মাত্র আইনী প্রক্রিয়া শুরুর পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পরিবারের ছেলে সন্তানকে ছোটবেলা থেকে মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা, তারা (মেয়েরা) কোন ধরণের বিপদে পড়লে রক্ষা করার মানসিকতা তৈরি, কন্যা সন্তানকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে না দেখা, কন্যাসন্তানকে পুত্রসন্তানের সামনে হেয় না করে সমান গুরুত্ব দেয়ার পরিবেশ ইত্যাদি একটি পুত্রসন্তানকে যথাযথভাবে মানুষ হতে শেখায়। এছাড়া বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছেলেমেয়ে উভয়কে বৈষম্যহীন দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতা শেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য, গণমাধ্যম ধর্ষকের ছবি এবং তার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পারে- যাতে আসামী এবং তার পরিবার সমাজের চোখে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু কখনই ভিকটিম বা তার পরিবার সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। এছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা কিংবা সামাজিক সংগঠন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং দ্রুত বিচার আইনের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা না গেলে ধর্ষণের ঘটনা কোনভাবে কমানো যাবে না। সামাজিক গণ প্রতিরোধের পাশাপাশি রাষ্ট্রের কঠোর হস্তক্ষেপই কেবল দ্রুত বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অব বাংলাদেশ	সাইফুল ইসলাম	০১৯১৩ ৭৬৩৭০০
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩
৩.	যশোর	সভাপতি	দিপ্তী মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংগঠন	বেগম আফরোজ	০১৭১২৭৬৮১২৮
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা	রোমেনা বেগম	০১৭১৬ ৩২৮৮৭৩
		সম্পাদক	এইড ফাউন্ডেশন	আমিনুল ইসলাম বকুল	০১৭৩৩ ৩৩৭৪৪৪
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	ইনচার্জ-ট্রেনিং ইউনিট, রুপান্তর	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	ভিটাপাড়া নারী কল্যান সমিতি	আসমা বেগম	০১১৯১৩০৮৫৬৭
		সম্পাদক	সাহেবনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা	আবুল কাশেম	০১৭১৪৯০৭৫৩৫

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	বি এম কে এস	রহিমা বেগম।	০১৭২৩৫৭৯৫৩৫
		সম্পাদক	আশ্রয়	আ: রাজ্জাক	০১৮২৪১৯৪২৫৩
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	বাংলাদেশ মহিলা পরিষ্দ্ধ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
		সম্পাদক	আলো	শামীমা লাইজু নীলা	০১৭১১৩৮৪২৯৮
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১-১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	পাবনা প্রগতি সংস্থা	আ: সালাম	০১৭১১-৮৮৩৮৯৪
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	অন লাইন সংবাদিক ফোরাম	হেলাল আহমেদ	০১৭১৩-১৮১৫০৮
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	দু:স্থ মানবতার সেবা সংস্থা	অপূর্ব সরকার	০১৭১১০৫৬৯৫৭
		সম্পাদক	এইচ পি ডি ও	মাহাবুবা বেগম	০১৭১২২৮১৯৮১
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	মাহফুজা আক্তার মিভা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	এসসিডিএফ	সেলিনা আকতার	০১৭১২৬৯৯৬২৭
		সম্পাদক	এসপিপি	আসিফ ইকবাল	০১৭১১৮৪৯৪৯৪
২.	রংপুর	সভাপতি	ঈাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	মনস্বীতা	শরীফা বেগম	০১৭৩২৫৪৯৫০৮
৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ মানবিক সংহতি সমাবেশ	মোকদুবার রহমান সরকার	০১৭৩১২১৫১২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম আহমেদ	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	সম্পাদক, দেশ	এসএম জিয়াউল হক	০১৭৬৫০১৫৪৪৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গেল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	মানসিকা	একেএম শামসুল হক	০১৭১৮৬৪০৯৪৫
		সম্পাদক	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	সলিডারিটি	এস এম হারুন উর রশীদ লাল	০১৭১৫১৬৯৪৬৯
		সম্পাদক	এএফএডি	সাইদা ইয়াসমিন রুপা	০১৭১৯৬৯১৪০৯
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০
		সম্পাদক	পরস্পর	আকতারুন্নাহার সাকি	০১৭১৬৫০৮৩১২

বরিশাল বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ানম্যান	ডা. কামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩ ৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩ ১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	সাংবাদিক	হেমায়েত উদ্দিন হিমু	০১৭১২২৫৯৮৯০
		সম্পাদক	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
৩.	বরিশাল	সভাপতি	সেভ দ্য চিলড্রেন	নাসরিন নাহার	০১৭১১২২৪২০৮
		সম্পাদক	সমন্বিত মানব উন্নয়ন সংস্থা	মেহের আফরোজ মিতা	০১৭১১১২০৯৬৬
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭৫২৯০৪১৮৬
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	পূর্বাশা	মো. খাইরুজ্জামান	০১৯৫৯ ৪৫৬৭৯৯
		সম্পাদক	জন্মভূমি	বিলকিস আক্তার	০১৭২১ ৮১৫৬২৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	উপমা	রওশন আরা	০১৭২৫ ১৪৮৩৬৫
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	এসডিও	মাহবুবুর রহমান	০১৭১২২৩৫১০১
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬-৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২-২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৯৩৬৮৬১৮৪৪
৮.	সাভার-ঢাকা	সভাপতি	ইমু	ঝুমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৮৮২১৮০৮
		সম্পাদক	এসো	জসিম উদ্দিন চৌধুরী	০১৭৮৬৩১৮১৮৬
৯.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	উত্তর মহাকালী মহিলা সমিতি	রোকেয়া বেগম	০১৭১২৫০৯১০২
		সম্পাদক	মধ্যম মহাকালী মহিলা সমিতি	হমিদা বেগম	০১৭২৪২৪৬২৭৫
১০.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯

ঢাকা বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মাদারীপুর	সভাপতি	সমতা নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা	নার্গিস সরোয়ার	০১৭৩১১৩৭০৫৭
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়রা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
২.	রাজবাড়ী	সভাপতি	এন কে এস	অসীম কুমার পাল	০১৭১২২০৩৮২৬
		সম্পাদক	ধুনচি মহিলা উন্নয়ন সমিতি	এস এম শফিকুল ইসলাম	০১৮২৪৪৯৫৮৩২
১৩.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিতা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	শিউলী বিশ্বাস	ঢাকা আসছানিয়া মিশন	০১৭১১৩৬৩৩৯৫
		সম্পাদক	এসেড	শেখ মো: ইউসুফ	০১৭১১৩৩৫৪৭৭
১.	শেরপুর	সভাপতি	আরডিএস	নূর উদ্দিন	০১৭১১১৮৬৭০৩
		সম্পাদক	ছোঁয়া	কহিনুর বেগম বিদ্যুৎ	০১৭১৬৪৭৩১৪৬
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সৌরভ ওয়েলফেয়ার	আশুতুষ হাজং	০১৯৬৫৭৯১৬২৯
৪.	জামালপুর	সভাপতি	এস এ ইউ এ	মো: সহিদুল ইসলাম বাদল	০১৮১৮২৩৬৮৬৬
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১১৯০২১১৪০৬
		সম্পাদক	নবধারা	রাশিদা পারভীন কুসুম	০১৯২০ ১২২৩৯২
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	অব: সরকারি কর্মকর্তা	শ্রী রনজিত চন্দ্র রায়	০১১৯১ ০৯৩৫৭৬
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২ ৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এস ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	জাগ নারী সংস্থা	জোৎস্না আরা	০১৯১৬ ৬৫০০১০
		সম্পাদক	পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা	কাজী এনায়েত উল্লাহ (মাহতাব)	০১৭১১ ১০০৬০২
৫.	বি-বাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজকর্মী	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মকবুল আহমেদ	০১৭১৩৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬
৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা ০১৫৫৬৪৯৮৮২০	০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্যা কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকর্মী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতিজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	আর ই এ বি ও	নাসির উদ্দিন আহমেদ	০১৭১১২৮০৬৩৫
		সম্পাদক	আর ই এ বি ও	সমিতা বেগম	০১৭১১৫৭২৮৮৯
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	সুনামগঞ্জ জনকল্যাণ সংস্থা (সুজন)	নির্মল ভট্টাচার্য	০১৫৫২৪১৮৮৭১
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪